শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মানববন্ধন করেছে। আজ বুধবার দুপুরে নিজ বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসুচী পালন করে।

এসময় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ শহীদুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক মোঃ রবিউল ইসলাম, সমীর কুমার বৈদ্য, মোঃ সুলতান কবির, মোঃ সাহিদুর রহমান, সহকারী শিক্ষক মোঃ মনজুরুল ইসলাম, মোঃ ইমরান আলী, মোঃ ইসরাফিল হোসেন, মোঃ রবিউল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুহাঃ গোলাম ছারওয়ার, গোবিন্দ প্রসাদ দেবনাথ, সিনিয়র শিক্ষক সুশীল কুমার বিশ্বাস, মোঃ সিরাজুল কবির, মোঃ মনজুর হোসেন, সঞ্জিত কুমার ঘোষ, আবু তাহের, প্রদীপ কুমার আর্ঘ, মোহাঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক বাসুদেব লস্কার, দীপক কুমার ব্যানার্জী, মোঃ রফিকুল ইসলাম, চিন্ময় কুমার কুন্ডু, মোঃ জাহাঙ্গীর, মনোয়ার হোসেন, মোঃ আল আরাফাত, মোঃ তোহিদুর রহমান, জুবায়ের, শ্রাবনী পারভেজ, এম,এম বখতিয়ার ও শাহিন পারভেজ।

শিক্ষকরা বলেন ১৭ সেপ্টম্বর ঢাকায় প্রজেক্ট থেকে আগত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা আমাদের শিক্ষকদের উপর হামলা করেন। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই। প্রয়োজনে কঠোর কর্মসুচী দেওয়া হবে বলে তারা জানান।

ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের গণমিছিল

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে গণহত্যা, গণগ্রেপ্তার, গুম, খুন ও হামলার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র জনতার গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২জুলাই) জুমার নামাজের পর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শহীদ মিনারের পাশ থেকে এই গণমিছিল শুরু হয়ে শহরের পায়রা চত্তর ঘুরে মুজিব চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে এই গণমিছিল শেষ করে।

এসময় বিএনপি পন্থী আইনজীবী পরিষদের নেতারা আনোদলানকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ঝিনাইদহ বার কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন, এ্যাড. বদিউজ্জামানসহ কয়েকজন বক্তব্য রাখেন।

গণমিছিলে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। গণমিছিল শেষে সমন্বয়কারীদের মধ্যে শারমিন সুলতান ও হুসাইন বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন আমরা ঝিনাইদহে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কর্মসূচী পালন করে আসছি। শারমিন আক্তার বলেন এই স্বৈরাচার সরকার এই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রকে কিভাবে এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিনত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা সেটা হতে দেবনা। আমরা এই রাষ্ট্রকে আবার মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি এবং বুকের রক্ত দিয়ে হলেও আমাদের নয় দফা বাস্তবায়ন করে এই দেশকে এইটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিনত করবো, কোন ষড়যন্ত্রে কাজ হবেনা। তাদের বাদী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান। এসময় কোন অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে শহরে পুলিশ সতর্ক পাহারায় ছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান আমরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কর্মসূচী পালনের সুযোগ দিয়েছি কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটালে আমরা তাদের উপরে চড়াও হতাম সেটা হয়নি। গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তারা মিছিল করতেই পারে তবে সেটা শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। এসময় সদর সার্কেলের এএসপি ইমরান জাকারিয়া, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দীনসহ অন্যান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রিজিয়া আক্তার চৌধুরী ও একজন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা বন্ধ ও বাড়ি ফেরার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা বন্ধ ও বাড়ি ফেরার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
মঙ্গলবার উপজেলার গাড়াগঞ্জ মিয়া জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সামনে এ কর্মসুচির আয়োজন করে নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগী কয়েকশ পরিবারের সদস্যরা।

সেসময় উপজেলার লক্ষ্মণদিয়া, বেস্টপুর,গোবিন্দপুরসহ বিভিন্ন গ্রামের হামলার শিকার পরিবারের সদস্যরা অংশ নেয়।
কর্মসূচীতে লক্ষণদিয়া গ্রামের ভুক্তভোগী মানিক হোসেন, সাবু মেম্বর, ব্রাহিমপুর গ্রামের আগা খাঁ, চাঁদ আলী ফকিরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে বলেন, গত ২১ মে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মোটরসাইকেল সাইকেল প্রতিকের প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নু বিজয়ী হওয়ার পর থেকে পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী দোয়াত কলম মার্কার শামীম হোসেন মোল্লার সমর্থকদের বাড়ি-ঘরে হামলা করছে বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকরা।

হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করা হচ্ছে। তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়ি থেকে। বাড়ি ফিরতে হলে চাঁদা দাবী করা হচ্ছে। তাই এ সহিংসতা বন্ধ ও বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

মেহেরপুরে খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির মানববন্ধন

বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত খুচরা সার ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি ও সকল প্রকার সার বি.সি.আই.সি ডিলার কর্তৃক সরবরাহের নিশ্চয়তা দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতি।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ শাহিনুল ইসলাম শাহীন।
মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ ১৪০ জন সার ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার থেকে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী’র মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী অধিকারী’র মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পোষ্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে মৃত গৃহবধুর স্বজন ও এলাকাবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মঞ্জুরীর পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন, মঞ্জুরীর স্বজন শ্বাশতী অধিকারী, সাদ্দাম, সুনিল, আজিজুল রহমান, সাথী, বিথী, রোকেয়াসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, মঞ্জুরী অধিকারীকে তার স্বামী ইমন দাস নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে গলা টিপে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তাই মৃত্যুর সঠিক কারণ বের করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তারা।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়ার একটি ভাড়া বাসা থেকে মুঞ্জরী রানীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকের উপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সাংবাদিক মাহমুদুল কবির নয়নের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় শহরের আরাপপুরে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

সাংবাদিক স্বপন মাহমুদের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন জেলা রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এমএ কবীর, শারমিন আরা,রাজিব মাহমুদ টিপু,নাসিরুল হক, শামস আরেফিন অনুসহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকেরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, জেলাজুড়ে সাংবাদিকদের উপর দমন-পীড়নসহ নানা ধরনের হয়রানি করেই চলেছে দুবৃর্ত্তরা। প্রশাসন নাম মাত্র তাদের ধরলেও সীমিত পরিমাণ সাজা দিয়ে থাকেন। অনতিবিলম্বে সাংবাদিক নয়নের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর কর্মসূচী দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের চাকলাপাড়া এলাকায় মাদক সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাদক কারবারিদের হামলার শিকার হয় সাংবাদিক মাহমুদুল কবির নয়ন।

মেহেরপুরে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক

নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনযাত্রার মনোনয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিধাভোগী মহিলাদের সমন্বয়ে মেহেরপুরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা প্রতিপাদ্যে” বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়ায় সিডিপি কার্যালয়ে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজিত উঠান বৈঠককে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নীলা হাফিয়া,সিডিপি
সমন্বয়কারী জন প্রবঞ্জন বিশ্বাস,রজনী মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী রোজিনা খাতুন,পূর্ণভবা মহিলা কল্যাণ সমিতির সাধারন সম্পাদিকা
জান্নাতুল আরা লিনা,নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার সভানেত্রী সুফিয়া আক্তার জামিলা বক্তব্য রাখেন।

ট্রেড প্রশিক্ষক মীর দানীয়েল হোসেনের সঞ্চালনায় এসময় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমিতির সভানেত্রীবৃন্দ,উপকারভোগী ও প্রশিক্ষনার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে “নারীর জন্য বিনিয়োগ,সহিংসতা প্রতিরোধ” এই প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৩ উপলক্ষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ফিলিস্তিনে হামলার প্রতিবাদে জীবননগরে বিক্ষোভ সমাবেশ

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইজরায়েলের হামলার প্রতিবাদে জীবননগরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর জীবননগর শহরের সকল মসজিদের মুসল্লীরা একত্রিত হয়ে জীবননগর বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ করে।
প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জীবননগর বাসস্ট্যান্ড মসজিদের খতিব মাওলানা আখতারুজ্জামান, এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন জীবননগর পৌর কেন্দ্রীয় বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুজার গিফারী। এ সময় বক্তারা বলেন অবিলম্বে ফিলিস্তিনিদের উপর ইজরায়েলের বর্বরোচিত হামলা বন্ধ করতে হবে। এসময় অসহায় ফিলিস্তিনিদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করে প্রতিবাদ সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’